চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০১ জানুয়ারী২০২৪খ্রি.

বই উৎসব দেশে শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়েছেঃ মেয়র রেজাউল

বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই উৎসব দেশে শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়েছে বলে মন্তব্য করেছে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।
সোমবার সকালে নগরীর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত বই উৎসবে চসিকের ৫২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ জন করে শিক্ষার্থী বই গ্রহণ করেন। এবছর চসিকের প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থী বিনামূল্যে প্রায় আড়াই লক্ষ বই পাবে।

উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চসিক মেয়র রেজাউল বলেন, বই উৎসব দেশে শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়েছে। বছরের প্রথম দিন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা হয়েছে বিদ্যালয়মুখী। বিশ্বের বুকে কোটি বই বিতরণের এ উদযাপনের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের কোটি শিক্ষার্থী-অভিভাবকের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই বিদ্যোৎসাহী উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।

উৎসবে শিক্ষার্থীদের সমাজসচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষক-অভিভাবকদের আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, আমরা শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় সপ্তাহে একদিন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ক্লাস বরাদ্দ থাকত। এখন সমাজে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গতি কিছুটা কমে গেছে মনে হচ্ছে। সংস্কৃতিহীন ব্যক্তি আর পশুতে কোন তফাৎ নেই। এজন্য শিশুদের মাঝে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও প্রতিভা বিকাশে সংস্কৃতিচর্চা বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের গড়তে হবে দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে।

চসিক সচিব খালেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন চসিকের কাউন্সিলর শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জহর লাল হাজারী, সমাজকল্যাণ স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবদুস সালাম মাসুম, রুমকি সেনগুপ্ত, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল হাশেম, শিক্ষা কর্মকর্তা রাশেদা আক্তার, চসিকের উপ-সচিব আশেকে রসুল টিপু, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি চৌধুরী ফরিদ, চসিক মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাহেদুল কবির চৌধুরীসহ চসিকের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

চসিকের ১ হাজার সেবককে শীতবস্ত্র দিলেন মেয়র রেজাউল

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এক হাজার রাত্রিকালীন সেবকদের মাঝে ''রেডিয়্যান্টযুক্ত' শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

সোমবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র রেজাউল বলেন, চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিশ্রমের ফলে চট্টগ্রাম এখন যে কোন সময়ের চেয়ে পরিচ্ছন্ন। দিনের বেলায় স্কুল ও অফিসগামী নাগরিকদের পরিচ্ছন্ন শহরে দিন শুরু করার সুযোগ করে দিতে এখন আমরা রাতে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করেছি। নাগরিকরা যদি দিনে যত্রতত্র ময়লা না ফেলে রাতে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলে তাহলে দিনে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সবাই চলাচল করতে পারব।

"২০২২ সালের কোরবানির ঈদের বর্জ্য সংগ্রহ শেষ করতে আমাদের লেগেছিল ৮ ঘন্টা। ২০২৩ সালে একই কাজ ৭ ঘন্টায় শেষ করি আমরা। অর্থ্যাৎ, দিন-দিন আমাদের সক্ষমতা বাড়ছে। এছাড়া, আমরা নতুন টেন্সিং গ্রাউন্ড ও এসটিএস গড়ে তুলছি। ইউরোপ থেকে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ভূ-গর্ভস্থ বর্জাগার কিনছি আমরা। আমার মেয়াদেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাবো যাতে বর্জ্য নাগরিকদের চোখে না পড়ে ।"

সেন্ট্রো টেক্সট লিমিটেডের উপহার দেয়া এ বিশেষ পোষাকগুলো অন্ধকারে শ্রমিকদের কাজ করতে সাহায্য করবে বলে জানান চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা নৌবাহিনীর কমান্ডার লতিফুল হক কাজমি। সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব খালেদ মাহমুদ,

ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলমসহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীরা।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮